গাংনীতে শেখ হাসিনা কৃষক ছাউনি ঘরের উদ্বোধন

গাংনী প্রতিনিধি

মাঠে কর্মরত কৃষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শেখ হাসিনা কৃষক ছাউনি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

মাঠে কর্মরত অবস্থায় কৃষকরা যেন বজ্রপাত ও ঝড়ঝঞ্জা থেকে রেহাই পায় সেই লক্ষ্য নিয়ে সরকারি ব্যাবস্থাপনায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কোদালকাটি গ্রামের মাঠে নির্মাণ করা হয় শেখ হাসিনা কৃষক ছাউনি।

সোমবার বিকেলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শেখ হাসিনা কৃষক ছাউনি ঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা: এনামুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর ২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী। এসময় গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী,উপজেলা কৃষি অফিসার কে এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মাঠের কৃষক সহায়তায় আরও দশটি ঘর নির্মাণের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের কথা জানান এই প্রতিমন্ত্রী।

মেহেরপুরে রেড ক্রিসেন্ট

সোসাইটির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

সাকিব হাসান,

করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত ও সুবিধাবঞ্চিত কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিট
উল্লেখ্য, গতকাল সোমবার মেহেরপুর জেলা পরিষদ ভবন ইউনিট কার্যালয়ে সকাল দশটার সময় মোট চারশত কর্মহীন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
মেহেরপুর জেলা পরিষদ ও মেহেরপুর রেডক্রিসেন্ট ইউনিটের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসূল এর সভাপতিত্বে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত স্থানে আরো উপস্থিত ছিলেন রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার একরামুল হক, জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস,আব্দুর রব বিশ্বাস। সঞ্চালনায় ছিলেন,যুব প্রধান খন্দকার শামসুজ্জোহা (সোহাগ)সহ সকল যুব সদস্যবৃন্দ

মুজিবনগর পরিদর্শনে দূর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান

মুজিবনগর পরিদর্শন করেছেন দূর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান। সোমবার বেলা বারোটার দিকে তিনি ব্যাক্তিগত সফরে মুজিবনগর পরিদর্শন করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক,গাংনী পৌরসভা মেয়র আহম্মেদ আলী,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম,জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক এ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহীন,মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার,
জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাডভোকেট পল্লব ভট্রাচার্য প্রমুখ।
মুজিবনগর পৌছায়ে প্রতিমন্ত্রী মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন।

গাংনীর ভাটপাড়া বাজারে দু’ মাংস ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া বাজারে বেশি দরে মাংস বিক্রি করার অপরাধে দু’ মাংস ববসায়ীর অর্থদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় ভ্রাম্যমান আদলতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর-ই-আলম সিদ্দিকী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় ভাটপাড়া বাজারের মাংস বিক্রেতা বরকত আলীকে তিন হাজার টাকা এবং রফিকুল ইসলামকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর-ই- আলম সিদ্দিকী বলেন,মাংস ক্রেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে বাজারে গিয়ে বেশি দরে মাংস বিক্রি’র বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় দু’জনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় তাদের অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে বৃষ্টির পানিতে দূর্ভোগ এলাকাবাসীর

দুই দিনের বর্ষণে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড বিশ্বাস পাড়া ও ৮নং ওয়ার্ড মীরপাড়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত। গত শুক্র ও শনিবার দু’দিনের বৃষ্টির পানিতে পাড়ার একমাত্র রাস্তা তলিয়ে যায়। রাতভর বৃষ্টি হওয়ায় এলাকার সড়ক দুটি পানিতে ডুবে যাওয়ায় যান চলাচল ও এলাকার সাধারণ মানুষের চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

এমনিতেই বৃষ্টি, তার ওপর রাস্তায় পানি জমে থাকায় বেশ অসুবিধা হচ্ছে পথচারী ও এলাকাবাসীর। রাস্তায় জমে থাকা পানিতে অনেককেই সাইকেল, রিকশা ও ভ্যানে করে যাতায়াত করতে দেখা যায়।

বিশ্বাস পাড়ার রিয়াজ, রুমেল, শাকিল, রানা, সাজিবার রহমান সহ অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘ ২ বছর যাবৎ আমরা এলাকাবাসী এই দূর্ভোগে ভুগছি। প্রতিবার বৃষ্টির কারণে এলাকার একমাত্র চলাচলের রাস্তাটি হাটু পানিতে ডুবে থাকে। চেয়ারম্যান ও মেম্বার কে অবগত করা হলেও তারা আশ্বাস দিয়েছে তবে প্রতিকার হয়নি। মসজিদে বৃদ্ধ মানুষেরা পানি পেরিয়ে নামাজ আদায়ে যেতে পারে না।

এলাকার ইসমাইল হোসেন বলেন, মসজিদে যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই পানি জমে থাকে। আমাদের মসজিদে আসতে সমস্যা হয়। এলাকার অনেকের মসজিদে এসে নামাজ আদায়ের ইচ্ছা থাকলেও এই পানির কারণে তারা আসতে পারেনা।

মীরপাড়া জামে মসজিদের সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রতি বছরের বৃষ্টির পানিতে রাস্তাটি পানিতে ডুবে থাকে। নোংরা পানি পেরিয়ে আমাদের মসজিদে যেতে হয়। ভ্যান, রিকশা, মটরসাইকেল সহ অন্যান্য যানবাহন চলাকালে নোংরা পানি ছিটকে পোশাক নষ্ট হয়ে যায়। আবার ছোট-খাটো দূর্ঘটনাও ঘটছে। রাস্তাটিতে যেন আর পানি জমে না থাকে সে ব্যাপারে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানান এলাকার ভুক্তভোগীরা।

মেহেরপুরের রাইপুরে বজ্রপাতে এক ব্যক্তি নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুরে হংকার গাইন (৪০) নামে এক ব্যক্তির বজ্রপাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে একই এলাকার বিলপাড়ার একটি আম বাগানে ঘটনা ঘটে। নিহত হংকার গাইন একই এলাকার মৃত নেঙ্গা গাইন এর ছেলে এবং সে তিনি কন্যার জনক।
পারিবারিক সূত্রে জানাযায়, শনিবার বিকালে বৃষ্টির আগ মূহর্তে

বাড়ির পাশে বিলপাড়ার একটি আম বাগানে আম কুড়াতে যায়। এসময় বৃষ্টি চলাকালে বজ্রপাতে ঘটনাস্থালেই সে নিহত হয়।

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ৯৫ ব্যাচের পুনর্মিলনী

মেহেরপুরের গাংনীর উপজেলার কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ১৯৯৫ সালের এস এস সি ব্যাসের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০ টার সময় পরিচিতি পর্বের মাধ্যেমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে ৭৫ জন উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে ২৬ বছরের সেই কৈসবের বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে একত্রিত হতে পেরে সকলেই আবেগ আব্লুত হয়ে পড়েন। ১৯৯৫ সালের সেই এস এস সি পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা আজ কেউ কলেজের প্রভাষক,কেউ ব্যাংকার,কেউবা স্কুলের শিক্ষক,কেউ ব্যাবসা, এবং প্রবাসী ফেরত কেউবা সোনার দেশের সোনার ফসল ফলানোর সফল কারীগর। উপস্থিতিদের মধ্যে অন্যতম জিয়াউর রহমান, মহাদ্দেস আলী লাভলু মাষ্টার শাহিন,মাঝহারুল ইসলাম ,শাহারুল,মোশারফ হোসেন ফারুক,আরিফ,হাফিজুল ইসলাম শিমুল,লিয়াকত কমর জামাল,বিলকিস,মানসুরা,সিরিনা মুক্তা,মজ্জেম সহ আরো অনেকে। জিয়াউর রহমান বলেন, ২৬ টি বছর পর আমরা সেই কৈশবের বন্ধু গুলো একত্রিত হতে পেরেছি সুধু বন্ধুরাই নয় বন্ধুদের স্ত্রী ছেলে মেয়ে ও বান্ধবিদের স্বামী ছেলেমেয়ের নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সকলের সাথে নতুন ভাবে পরিচিত হতে পেরে খুব ভালো লাগলো। তবে মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা আজকে মনে পড়ে খুব সেই দিনের কথা কতই না মজার ছিল। তবে আমি চাইবো এমন সুন্দর দিনের আয়োজন প্রতি বছরেই হোক।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে দুপুরের খাবারের আগে কুইজ প্রতিযোগিতা ও সকল কে সম্মাননা পুরুষ্কার বিতরণ শেষ করে দুপুরের খাবার শেষের মধ্যে দিয়েই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

গাংনীতে গরুর শিংয়ের গুতোই গৃহবধূর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিসাখোলা গ্রামে গরুর গোয়াল ঘর পরিষ্কার করতে যেয়ে গরুর শিংয়ের গুঁতোই মুসলিমা খাতুন(২৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শনিবার বিকেলে এই ঘটনাটি ঘটে। নিহত মুসলিমা খাতুন মহিষাখোলা গ্রামের বজলুর রহমানের স্ত্রী।
নিহতের স্বামী বজলুর রহমান জানান, প্রতিদিনের ন্যায় মুসলিমা আজ বিকেলে গরুর গোয়াল ঘর পরিস্কার করছিল। এসময় গরুর সামনে গেলে তাকে শিং দিয়ে গুতো মারলে মুসলিমা মারাত্মক আহত হয়।এবং সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।
আহত মুসলিমাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্মরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এক সন্তানের জননী মুসলিমার মৃত্যুতে তার পরিবারে নেমে এসেছে শোকের মাতম। গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, বিষয়টি আমরা শুনেছি সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।।

গাংনী বাজারে রাজমণি শপিং মলের কর্মচারীদের হাতে ক্রেতা লাঞ্চিত

মেহেরপুরের গাংনী বাজারের রাজমণি শপিংমলে সেন্ডেল ক্রয় করতে এসে শারীরিক লাঞ্চিত হয়েছে দুই মহিলা ক্রেতা। প্রতিবাদে ওই মহিলাদের অভিভাবক শপিং মলের মালিক রেজাউলকে স্যান্ডেল দিয়ে মারধর করলে শপিং মলের কর্মরত শ্রমিকরা মুকুল নামের একজনকে পিটিয়ে আহত করেছে। এবং তার কাছে থাকা ৫ হাজার ৪০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে এমন অভিযোগ করেন মুকুল সহ ওই তিন মহিলা।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রাজমণি শপিংমলে এই ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । ক্রেতাদের মধ্যে শুরু হয় হট্টগোল ও সমালোচনা।

রাজমনির শপিং মলের মালিক রেজাউলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ খাড়া করেন অন্য ক্রতারাও।
মুকুল জানায়, তার তার স্ত্রী ও দুই কন্যা রাজমনি শপিংমলে স্যান্ডেল ক্রয় করতে আসলে দোকানে কর্মরত শ্রমিকরা স্যান্ডেলের মূল্য অতিরিক্ত চাওয়াই ক্রেতাদের সাথে বাকবিতণ্ডা হয়। এসময় ক্রেতাদের বিভিন্ন ভাবে অপদস্থ মুলক কথাবাত্রা বলে দোকানের শ্রমিক । পরে ৪৫০ টাকা দিয়ে স্যান্ডেল ক্রয় করে বাড়ি চলে যান দুই মহিলা । বিষয়টি বাড়িতে জানালে স্যান্ডেল সহ মুকুল শপিংমলে প্রবেশ করে এবং শপিংমলের মালিক রেজাউলকে স্যান্ডেল দিয়ে মারধর করে। শপিংমলে শ্রমিকরাও পাল্টা মুকুলকে মারধর করে এবং তার জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়। মুকুলের অভিযোগ মুকুলের স্ত্রীসহ মেয়েকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এবং তার কাছে থাকা ৫৪০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়।
এ ঘটনায় স্থানীয় ক্রেতারা ফুঁসে ওঠেন। অন্যান্য ক্রেতারাও ব্যবসায়ীকে লাঞ্চিত করার চেষ্টা করলে তাৎক্ষণিক বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন উত্তেজিত ক্রেতাদের সামাল দেয়ার চেষ্টা করেন। পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ঘটনার বিষয়ে অবগত হন। পরে গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর মোকসেদ আলী এবং পৌর মেয়র আহমদ আলী বিষয়টি আমলে নিয়ে বাজার কমিটি ও পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, স্থানীয় মুকুল শপিংমলে প্রবেশ করে ব্যাংক থেকে সেন্ট্রাল বের করে শপিং মলের মালিক রেজাউল কে মারধর করে। পরে শপিং মলের অন্য শ্রমিকরাও মুকুলকে মারধর করে।। বাজারে থাকা অন্যান্য ক্রেতারাও শপিং মলের মালিক রেজাউলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরেন এবং বলেন, রেজাউল মাঝেমধ্যেই ক্রেতাদের সাথে খারাপ আচরণ করেন।এবং তার শপিংমলের প্রতিটি জিনিস অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করেন। শপিংমলে প্রশাসনিক কোনো তৎপরতা না থাকায় শপিং মলের মালিক উচ্চমূল্যে সকল পণ্য বিক্রি করেন।
শপিং মল এর মালিক রেজাউল জানান, আমার কোনো লোক মুকুলের বা তার মেয়ের গায়ে আগে হাত তোলে নি, সে এসেই আমাকে মারধর করলে আমাকে রক্ষা করতে আমার কর্মরত শ্রমিকরা তাকে মারধোর করে দোকান থেকে বের করে দেয়।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান ঘটনাটি আমি শোনার সাথে সাথে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই আমার কাছে অভিযোগ করেনি অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী জানান, ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের বিষয়টি বাজারসংশ্লিষ্ট তাই বাজার কমিটিকে বিষয়টি নিরসনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাজার কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মেহেরপুরে বেশি দামি মাংস বিক্রির অভিযোগ, নেই প্রশাসনিক নজরদারি

আগামীকাল পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর বিশ্বের সকল দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে এরই মধ্যে ভিড় লেগেছে মাংসের দোকানে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দামও বেড়েছে। প্রশাসনকি মনিটরিং না থাকায় মাংস ব্যবসায়ীরা নিজেদের ইচ্ছামত দামি বাড়িয়ে অধিক মুনাফা করছেন। এ অবস্থায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ক্রেতাদের।

মেহেরপুর পৌরসভার বাজারগুলোতে মাংসের দাম গত সপ্তাহের চেয়ে কেজিতে কমপক্ষে ১০০-১৫০ টাকা বেশি রাখছেন বিক্রেতারা। তবে মূল্যতালিকায় আগের দামই লেখা রয়েছে। চাহিদা বাড়ায় মেহেরপুরসহ বিভিন্ন এলাকার পাড়া-মহল্লাগুলোতেও মাংস বিক্রি করছেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা।

বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় গরু, ছাগল ও মহিষ জবাই করতে দেখা গেছে। ক্রেতারা বলছেন, বিক্রেতারা মানুষের হুজুগের সুযোগ নিচ্ছেন। মাংসের দাম বেশি রাখছেন। আর বিক্রেতারা বলছেন, ঈদ এলে মানুষের মাংস কেনার হুজুগ বেড়ে যায়। এতে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা মাংসের ব্যবসায় নামেন, যার প্রভাব পড়ে গরুর হাটে। গরুর দাম বেড়ে যাওয়ায় কেজিপ্রতি মাংসের দামও বাড়ে।

মেহেরপুর গরুর হাটে গিয়ে দেখা যায়, মানুষের ভিড় লেগেছে মাংসের দোকানগুলোতে। গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে ৫৫০-৬০০ টাকা কেজিতে। মহিষের মাংস বিক্রি হচ্ছে ৭০০ টাকা, খাসি ছাগল ৮০০ টাকা কেজি দরে।

আহাদ নামের এক ক্রেতা বলেন, সরকার মাংসের দাম বেঁধে দেয়নি। আগামীকাল ঈদ। মাংস বিক্রেতারা ইচ্ছামত দাম নিচ্ছেন। সকালবেলায় যে

মাংসের দাম ছিলো ৫৫০ টাকা দুপুরে তার দাম ৭০০।

মাংস ক্রেতা ছানোয়ার হোসেন বলেন, বাড়ি থেকে জানতে পারলাম মহিষের মাংস বিক্রি হচ্ছে ৬০০ টাকা কেজি হাটে এসে জানছি ৭০০ টাকা। তাই মহিষের মাংস আর নেওয়া হলো না। আসলে প্রশাসনের তদারকি না থাকায় মাংস বিক্রেতারা নিজের ইচ্ছামতো দাম নিচ্ছে। একই জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন দাম।